দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 09 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১২... কলাম ...৫...

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ শুরু হচ্ছে

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ শুরু হচ্ছে শিগগির। স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ পাবেন। এসব প্রতিষ্ঠানে ২০১৫ সালের ২২ অক্টোবর থেকে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনের কারণে দীর্ঘ সময় বন্ধ রাখা হয় নিয়োগ।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটি নিজস্ব ক্ষমতাবলে নিয়োগ দিত শিক্ষক। এভাবে দলীয়করণ, স্বজনপ্রীতি এবং আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে প্রশ্নবিদ্ধ হয় নিয়োগ প্রক্রিয়া। সমস্যা উত্তরণের জন্য সরকার বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষকে (এনটিআরসিএ) দায়িত্ব দেয় শিক্ষক নিয়োগের। পরিবর্তন করা হয় প্রতিষ্ঠানটির আইন। এনটিআরসিএ শিক্ষক নিয়োগে বাছাই পরীক্ষা নিয়ে সনদ বিতরণ করে এক সময় দায়িত্ব শেষ করত। এখন পরীক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ দেবে। এ প্রক্রিয়া শেষ করতে কালক্ষেপণ হয়েছে এক বছর। এতে একদিকে শিক্ষক সংকট অন্যদিকে নিয়োগ প্রত্যাশীদের প্রতীক্ষার প্রহর গুণতে হয়।

নিয়োগ বন্ধ থাকা স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয়ের সহকারী শিক্ষক এবং প্রভাষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হবে রোববার।

স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় নিয়োগ পাবেন ১৫ হাজার শিক্ষক

এনটিআরসিএ চেয়ারম্যান এএমএম আজহার জানিয়েছেন, ৯ অক্টোবর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে নিয়োগের জন্য তালিকা প্রকাশ করা হবে। এইদিন বিকাল তিনটায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে নিয়োগ ফলাফলের তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরবেন।

এনটিআরসিএর তথ্য অনুযায়ী, অনলাইনভিত্তিক নিয়োগের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে শূন্যপদের তালিকা চায় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ। চলতি বছর ৩০ জুন পর্যন্ত শূন্যপদের তালিকা দেন প্রতিষ্ঠান প্রধানরা। যদিও সবাই শূন্যপদের তালিকা দেননি। ৬ হাজার ৫৬২টি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ১৫ হাজার ১২১টি শূন্য পদের জন্য অনলাইনে চাহিদা পাওয়া গেছে। এর বিপরীতে চলতি বছর ১৬ আগস্ট পর্যন্ত নিয়োগ প্রত্যাশী ১৪ লাখ প্রার্থী আবেদন করেছেন। চূড়ান্ত নিয়োগ পাবে ১৪ হাজার ৭৪৩ জন। প্রথম থেকে ১২তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্য থেকে এ তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

নিয়োগ প্রত্যাশী কয়েকজন শিক্ষক আমাদের সময়ের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, নিবন্ধন সনদ নিয়ে চার-পাঁচ বছর পার করেছেন তারা। এখনো কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাননি। সরকার যে পদ্ধতি করেছে সেটাও অনেক জটিল। যারা এখন পর্যন্ত নিবন্ধন সনদ নিয়েছেন তাদের নিয়োগ শেষ না করা পর্যন্ত নতুন এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) করে যেন পরীক্ষা না নেয় এনটিআরএসিএ। কারণ দফায় দফায় লাখ-লাখ প্রার্থী নিবন্ধিত হবেন, অথচ এর বিপরীতে শূন্যপদের সংখ্যা নগণ্য। ৯০ শতাংশের বেশি থাকবে নিয়োগবঞ্চিত। বেকারদের চাকরির নামে এই হয়রানি বন্ধের জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চান নিয়োগপ্রত্যাশীরা। বঞ্চিতদের শঙ্কা, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাকি ১৩ লাখের বেশি প্রার্থী পাঁচ বছরে চাকরি পাবেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এনটিআরসিএর শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, সরকারের উদ্যোগ মহৎ। তবে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা এবং বাস্তবসম্মত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। যারা এনটিআরসিএর সনদধারী কিন্তু নিয়োগবঞ্চিত তাদের বিষয়টি অবশ্যই আগে বিবেচনা করা উচিত।

এনটিআরসিএর তথ্য অনুযায়ী, গত ১২টি নিবন্ধন পরীক্ষায় মোট পাস করেন ৫ লাখ ৩৫ হাজার ৯৬৩ জন। এর মধ্যে চাকরি পেয়েছেন ৬৪ হাজার ৩২২ জন। বঞ্চিতরা নিয়োগের আবেদন করতে পারবেন আগামী তিন বছর পর্যন্ত। জানা গেছে, ২০০৫ সালে প্রথম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা শুরু হয়। এর পর ১২টি পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রথম পরীক্ষায় ৩৩ হাজার ৭৮৮ জন পাস করেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ২২ হাজার ৩১৮ জন, তৃতীয় পরীক্ষায় ১৬ হাজার ২০ জন, চতুর্থ পরীক্ষায় ৩১ হাজার ৯৩ জন, ২০১০ সালের বিশেষ পরীক্ষায় ১ হাজার ৩৯৫ জন, পঞ্চম পরীক্ষায় ৩৯ হাজার ২২৫ জন, ষষ্ঠ পরীক্ষায় ৪২ হাজার ৬৪১ জন, সপ্তম পরীক্ষায় ৫৭ হাজার ২০৩ জন, অষ্টম পরীক্ষায় ৫৬ হাজার ৪৬ জন, নবম পরীক্ষায় ৭৫ হাজার ৮৯৮ জন, দশম পরীক্ষায় ১ লাখ ১৩ হাজার ২৯৭ জন, দ্বাদশ পরীক্ষায় ৪৭ হাজার ৩৯ জন পাস করেছে।

নীতিমালা অনুযায়ী এখন থেকে সহকারী শিক্ষক ও প্রভাষক পদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনটিআরসিএ মেধা তালিকা করে দেবে। সে অনুযায়ী নিয়োগ দিতে হবে। নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের শূন্যপদের চাহিদাপত্র উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠাবে। শিক্ষা কর্মকর্তা এলাকার সব প্রতিষ্ঠানের চাহিদা একীভূত করে প্রতি বছর ৩১ অক্টোবরের মধ্যে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠাবেন। জেলা কর্মকর্তা জেলার সব চাহিদা একীভূত করে এনটিআরসিএতে পাঠাবেন। এনটিআরসিএ এ চাহিদার বিপরীতে পরীক্ষা নিয়ে পদ-বিষয়ভিত্তিক জাতীয়-বিভাগ-জেলা-উপজেলা/থানাওয়ারি মেধাক্রম প্রণয়ন করে ফল ঘোষণা করবে। এর পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি এনটিআরসিএর মেধা তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ দেবে। তবে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে না। নতুন নিয়মে নিবন্ধন সনদের মেয়াদ হবে তিন বছর।